সংবাদ

তারিখ 20 MAR 2013
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

দুর্নীতি ও অনিয়মের আখড়া ঢাকা কলেজ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দুর্নীতি, অনাচার ও অনিয়মের আখড়া হয়ে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগ। নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন বিভাগটির শিক্ষকরা। ছাত্রদের বনভোজনের চাঁদার টাকা আত্মসাৎ, শিক্ষিকাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক ও অশোভন আচরণ, শিক্ষার্থীদের মারপিটসহ সবকিছুই করছেন গুটি কয়েকজন শিক্ষক। এ ছাড়া জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ও বিভাগীয় প্রধানদের নানাভাবে তারা লাঞ্ছিত করছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, সরকারের উর্ধ্বতন মহল ও বিসিএস শিক্ষা সমিতির ক্ষমতার দাপটে কয়েকজন শিক্ষক কলেজের পরিবেশকে দুর্বিষহ করে তুলছেন। এদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে গেলেই অধ্যক্ষের ওপর নেমে আসে নৈতিক চাপ। এমনকি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং

ঢাকা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

ঢাকা : কলেজ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) অভিযোগ দিয়েও কোন প্রতিকার পাচ্ছেন না সংশ্লিষ্টরা। এতে শিক্ষকরা আরও বেপরোয়া হয়ে পড়ছেন।

সম্প্রতি শহীদুল ইসলাম নামে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে তিনজন নারী শিক্ষককে অশালীন ভাষায় গালমন্দ করার অভিযোগ উঠেছে। তিনি ঢাকা কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিসিএস শিক্ষা সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক। বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ছাত্র ও অন্য শিক্ষিকাদের সঙ্গে অসদাচরণের এই অভিযোগ এনেছেন একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুমতাজ শিরীন, শামীমা পারভীন ও সুফিয়া আখতার। তারা গত ২৮ জানুয়ারি শিক্ষা সচিব ও কলেজের অধ্যক্ষের কাছে শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন।

পরে গত ১১ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুনের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। এতে বলা হয়েছে, শহিদুল ইসলাম অসৌজন্যমূলক ভাষায় বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয় প্রধানকে গালমন্দ করেন, বিবিএ প্রথম বর্ষের কয়েকজন ছাত্রকে লাথি ও ঘুষি এবং বিভাগীয় শিক্ষিকাদের সঙ্গে অশোভন ভাষায় কথা বলেন। অভিযোগপত্রের একটি কপি এই প্রতিবেদকের হাতে এসেছে।

এ বিষয়ে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন গতকাল সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগকারীরা আমাকে বিষয়টি মৌখিকভাবে জানিয়েছে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষকে নির্দেশ দিয়েছি।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযোগকারীদের অন্যতম ও সহযোগী অধ্যাপক শামীমা পারভীন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে সংবাদকে বলেন, 'আমাদের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। তা মিটমাট হয়ে গেছে'। তবে ঢাকা কলেজের একাধিক শিক্ষক সংবাদকে জানান, 'বিষয়টি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। বদলির ভয়ে সংশ্লিষ্টরা বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন'। এ বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্ত শিক্ষক শহিদুল ইসলাম কোন মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

শিক্ষা সফরের টাকা আত্মসাৎ

জানা গেছে, বনভোজনে যাওয়ার লক্ষ্যে ঢাকা কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৭০/৮০ জন শিক্ষার্থী একটি সাময়িকী প্রকাশ করেন। এতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে মোট আয় হয় প্রায় তিন লাখ টাকা। এই টাকা দিয়ে মাত্র ১২ জন শিক্ষার্থীকে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার ঘুরে আনা হয়। বাকি টাকা ব্যবস্থাপনা বিভাগের চারজন শিক্ষক আত্মসাৎ করেছেন বলে ওই বিভাগের শিক্ষার্থীরা মাউশির মহাপরিচালকের কাছে অভিযোগ করেছেন। গত ১১ মার্চ ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের পক্ষে গোলাম মোস্তফা, কিশোর কুমার, আনোয়ার হোসেন ও সাগর কুমার দাশ (এমবিএস শেষবর্ষ-২০০৯/২০১০) মাউশির মহাপরিচালকের কাছে অভিযোগ করেন। ওই অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য জানতে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. আয়েশা খানমের সঙ্গে সেলফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।